দৈনিক
তারিখ 24 JUN 2008

প্রসঙ্গ : শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের দুর্নীতি

পত্রিকান্তরে জানতে পারলাম, দেশের ৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি অনুসন্ধান করবে দুদক। এই অনুসন্ধান পরিচালিত হবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) সম্পন্ন অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পন্ন এ ধরনের রিপোর্ট (ডিআইএ) সম্ভবত ইতিমধ্যে দুদকে পৌছে থাকবে। ব্যাপারটা আশাব্যঞ্জক। তবে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই যে মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এ মুহূর্তে যেসব রিপোর্ট রয়েছে (ডিআইএ) বা যা তারা দুদকে প্রেরণ করেছে তা অনেক ক্ষেত্রেই অতিসাম্প্রতিক ও স্বল্প সময়কালের। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি দীর্ঘকালের। উদাহরণস্বরূপ, আমি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছি ১৯৮০ সালে। এ প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম শুরু করেছে ১৯৬৫ সালে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান থেকে সম্প্রতি বা সর্বশেষ সংগৃহীত ডিআইএ রিপোর্টটি সম্পন্ন হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ সালব্যাপী কার্যক্রমের ওপর। কিন্তু জানামতে, ১৯৯৬ সালের আগে এ প্রতিষ্ঠানে যেসব দুর্নীতি হয়েছে তা পরবর্তী সময়কালের চেয়েও বেশি এবং চাঞ্চল্যকর। তাই শুধু সম্প্রতি সম্পন্ন ডি আই এ রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়কালীন কার্যক্রমের ওপর অনুসন্ধান চালালে তা হবে অসম্পূর্ণ। গত ২০ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি মোতাবেক, এতদিন রাজনৈতিক কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়মগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। তা হলে এ কথা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত যে, উপর্যুক্ত উদাহরণে টানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে ১৯৯৬ সালের আগে যেসব দুর্নীতি ছিল তা রাজনৈতিক কারণে অবশ্যই পার পেয়ে গেছে। আর তখন দুদকও ছিল না। তাই দুদক সমীপে বিনীত সুপারিশ: অভিযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীত অনুসন্ধান শুধু কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের কার্যক্রমের ওপর সম্পন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে নয় বরং তা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্মলগ্ন থেকে এযাবৎকালের কার্যক্রমের ওপর